# আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের রূপরেখা

মেঘনা গুহঠাকুরতা*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উত্তরকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেটি হলো রাজনীতি থেকে অর্থনীতির বিচ্যুতিকরণ। এই বিচ্যুতির জন্য মূলত দায়ী পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞানের একটি ধারার প্রভাব – উদারনীতিবাদ। উদারনীতিবাদীদের মতে অর্থনীতি রাজনীতি দুটি পৃথক ব্যবস্থা নির্ণয় করে। এই চিন্তাই তাদেরকে সপ্তদশ শতাব্দীর *মার্কানটেলিস্ট* (Mercantilist) ও বিংশ শতাব্দীর মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের থেকে স্বতন্ত্র রাখে।[১]

উদারনীতি তাত্ত্বিকদের মতে যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে পণ্য বা সার্ভিসের উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ। এই সকল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Law) দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং এই প্রক্রিয়াকে স্বভাব-সিদ্ধভাবে চলতে দিলেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সঙ্গতিপূর্ণ হবে। কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ তাই হবে অবাঞ্ছিত। তাই এই মতাদর্শ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ব্যক্তি--মালিকানার উদ্যোগেই নেয়া উচিত, সরকারী প্রচেষ্টায় নয়। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখন সরকার ও রাজনীতির হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি পেয়ে বাণিজ্য প্রসারিত হবে এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, তখনই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হবে। এই যুক্তি থেকেই অর্থনীতিবিদরা তাদের অর্থনীতির চর্চায় রাজনীতির প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করেছে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকরা অর্থনীতির চাইতে রাজনীতির দিকে মনোনিবেশ করেছে বেশী। এর কিছু বাস্তব কারণও ছিল। প্রথমত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উত্তরকালে *ব্রেটন উড্স সম্মেলনে* (Breton Woods) পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থনে একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনে মতৈক্য রচিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সোভিয়েত আধিপত্য বিস্তারের পর, সোভিয়েত কেন্দ্রিক একটি পাল্টা ব্যবস্থা চালু হয়। অপরদিকে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ দুর্বল অবস্থানে বিরাজ করার ফলে, বৃটেন উড্সের বিশ্ব অর্থনীতির ব্যবস্থাকে মেনে নেয়।

---

* *সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের ফলে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গ্রাস করে। ফলে অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলো আড়ালে পড়ে যায়। তবে আশির দশক থেকে বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের ফলে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে আর পৃথক রাখা যায় না। একই সংগে প্রায় যুদ্ধোত্তর বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে ও পরাশক্তিদ্বয়ের মধ্যকার বৈরীভাব স্তিমিত হতে থাকে। এই সময় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মুখর হয়ে ওঠে। উন্নয়ন, বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ, বাণিজ্য, পুঁজি বিনিয়োগ ইত্যাদি সমস্যা নিরসনের জন্য বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করে। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু উন্নয়নশীল দেশে তাদের তৈল সম্পদের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে সঙ্কট সৃষ্টি করে। ফলে অর্থনৈতিক প্রশ্ন আর আড়ালে না থেকে বিস্ফোরক আকার ধারন করে। এর প্রভাব পড়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জ্ঞানকান্ডে। 'উন্নয়ন অর্থনীতির' বিশেষ ধারা থেকেই উন্নয়ন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কাঠামো সৃষ্টি হয় এবং তাদের প্রভাব পুরোদমে এসে পড়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অঙ্গনে। যে বহুলালোচিত তত্ত্বটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যকার বৈষম্যকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে, সেটিই হচ্ছে *নির্ভরশীলতাতত্ত্ব* (Dependency Theory)ঃ এই প্রবন্ধের আলোচিত বিষয়।

## পটভূমি / উৎস

পঞ্চাশ দশক থেকে অনুন্নত দেশগুলোকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী বা ধণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় 'উন্নত' করার লক্ষ্যেই উন্নয়নের আধুনিকরণ মডেল (Modernization Paradigm) প্রবর্তিত হয়।[২] এই মডেলের কেন্দ্রবিন্দু হ'ল পুঁজি গঠন ও প্রবৃদ্ধির হার উদ্দীপিত করা। নির্ভরশীলতা তত্ত্ব উপরোক্ত মডেলেরই সমালোচনা ও বিকল্প ব্যাখ্যা।

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব মোট দু'টি ভাবধারার সন্নিস্থল থেকে উৎসারিত। প্রথমটি নয়া মার্কসবাদ, দ্বিতীয়টি ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনা ফোরাম অর্থাৎ CEPAL অথবা UN Economic Commission for Latin America (ECLA)। প্রথমে নয়া মার্কসবাদ নিয়ে কিছু কথা বলা যাক।

নয়া মার্কসবাদ মৌলিক মার্কসবাদী তত্ত্বের একটা বিশেষ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। এই ধারণা হচ্ছে, ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ইউরোপীয় দেশগুলোর ন্যায় একইভাবে অন্যান্য দেশে ব্যপ্তি লাভ করবে এবং এর বিকাশ ঘটবে উপনিবেশবাদের মাধ্যমেই। তবে ষাট দশকে এমন একটি ধারা জনপ্রিয়তা লাভ করে, যারা কিনা ভাবে যে ধনতন্ত্রের বিকাশই হচ্ছে অনুন্নয়নের মূল কারণ। যাঁরা এই ধারণা পোষণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Monthly Review Group এর অন্যতম সদস্য, পল বারান।

পল বারানের The Political Economy of Growth (1957[৩] গ্রন্থটি নয়া মার্কসবাদের উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করে। উন্নয়নের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে

গিয়ে বারান অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ধারণাকে ব্যবহার করেন। উদ্বৃত্তকে তিনি উৎপাদন ও ভোগের মধ্যকার পার্থক্য বলে ব্যাখ্যা করেন এবং উদ্বৃত্তকে তিনি আসল (actual) ও সম্ভাব্য (potential) দুটি ভাগে ভাগ করেন।

বারানের মতে ধনতন্ত্রের উত্তরণ ঘটেছে সামন্তবাদ থেকে। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে এই উত্তরণ সফলভাবে ঘটলেও, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর (জাপান ব্যতীত) সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রের মাঝামাঝি স্থবিরতা (stagnation) বিরাজ করছে। তৃতীয় বিশ্বের (অর্থাৎ প্রান্তের) এই অনুন্নয়ন 'কেন্দ্রের' উন্নয়নের একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। এভাবেই মার্কস – এর মৌলিক তত্ত্ব থেকে নয়া মার্কসবাদীরা সরে আসেন।

মার্কসবাদ ও নয়া মার্কসবাদীদের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এভেন ফস্টারকার্টার।[৪] নীচে তার সারমর্ম দেওয়া হলোঃ

*(১) সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ ঃ* মার্কসবাদ মতবাদ অনুযায়ী ও (বিশেষ করে লেনিনের মতে) সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে ধনতন্ত্রের একটি ধাপ মাত্র। অপরদিকে নয়া মার্কসবাদীরা সাম্রাজ্যবাদকে প্রান্তিক সমাজের দৃষ্টিতে দেখেছেন। সাম্রাজ্যবাদ–এর বিপক্ষে তাই তাঁরা জাতীয়তাবাদকে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছেন।

*(২) শ্রেণী ঃ* মার্কস–এর শ্রেণী বিশ্লেষণ ইউরোপ কেন্দ্রিক। আর নয়া মার্কসবাদের ব্যাখ্যার ভিত্তি হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রাম। যেখানে মার্কস প্রলেতারিয়াতের বিপ্লবী ভূমিকায় অবতরণের জন্য পশ্চিমের শিল্প শ্রমিকদের বাছাই করেছেন, নয়া মার্কসবাদীদের তৃতীয় বিশ্বের কৃষক সমাজকেও সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছেন। মার্কসবাদীরা যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎপাদন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে দেখেছেন, সেখানে নয়া মার্কসবাদ তৃতীয় বিশ্বের পরিমন্ডলে সেই বুর্জোয়া শ্রেণীকে কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি ও হাতিয়ার বলে গণ্য করেছেন।

*(৩) বিপ্লব ঃ* নয়া মার্কসবাদীরা বিপ্লবের সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে মনে করেন এবং প্রয়োজনে গেরিলা যুদ্ধকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে মার্কসবাদীরা বিপ্লবের প্রারম্ভিক শর্তগুলো আছে কি না সেদিকে বেশী নজর দেন এবং সংগঠন ও দলীয় কর্মসূচীর উপর আস্থা রাখেন বেশী।

*(৪) পরিবেশ ঃ* নয়া মার্কসবাদীদের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তা–ভাবনা প্রাধান্য পায়। তারা মনে করেন যে, কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল আনা সম্ভব নয়।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে লাতিন আমেরিকার অন্তর্গত অনুন্নয়ন নিয়ে গবেষণা, যার প্রেক্ষিত ছিল ১৯৩০–এর অর্থনৈতিক মন্দাভাবের দরুন লাতিন

আমেরিকার বিভিন্ন দেশের দশা ও নির্ভরশীল অবস্থা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ECLA–এর ইতিহাস।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জাতিসংঘ যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থা পূনর্বাসনের জন্য `European Economic Commission of Europe' এবং এশিয়াতে `Economic Commission for Asia and tbe Far East' (ECAFE) গঠন করেছিল। পরে এ নাম পরিবর্তিত হয় ESCAP-এ। লাতিন আমেরিকার দেশগুলো বঞ্চিত বোধ করাতে তারাও ভিন্ন আঞ্চলিক কমিশন গঠনের দাবি জানায়। কিন্তু এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপত্তি জানায়, কেননা তাতে লাতিন আমেরিকায় মার্কিনী প্রভাব হ্রাস পাবে এই আশংকায়। তা সত্ত্বেও ECLA গঠিত হয় ১৯৪৮–এ।

চিলির সেন্টিয়োগে এর প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ECLA কে বাস্তবায়িত করার পেছনে যাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম আর্জেন্টিনার অর্থনীতিবিদ রাওল প্রেবিস (Raul Prebisch) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও CEPAL তার নিজস্ব তাত্ত্বিক ও নীতিগত মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। উনি ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মহাপরিচালক পদে ছিলেন।

তত্ত্বগতভাবে এটি ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রচলিত উন্নয়নের রীতিবিরোধী। 'সিপালের' মতে প্রতিষ্ঠাতারা বিশ্বাস করতেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক সিষ্টেমটি দু'টি ভাগে বিভক্তঃ কেন্দ্র ও প্রান্ত। কেন্দ্রে অবস্থিত দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বেশী লাভবান হয় ও প্রান্তস্থ দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরা বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন বাণিজ্যের দীর্ঘমেয়াদী ধারা, রাজনৈতিক বৈষম্য, প্রযুক্তিগত কারণ ইত্যাদি। উন্নয়ন কৌশল হিসেবে ECLA-এর মতাদর্শ আমদানী বিকল্পের মাধ্যমে শিল্পায়ন ও পরিকল্পনা, রাষ্ট্রীয় মধ্যবর্তিকা ও আঞ্চলিক দিক থেকে ECLA কে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে করা যায়। আর্থনীতিক নীতির পর্যায়ে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শিল্পায়নের ভিত্তি হবে আমদানীকরণের পরিবর্তে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি। এ ধরনের নীতি সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে এক ধরনের কৌশল ছিল প্রায় বৈপ্লবিক। পঞ্চাশের দশকের দিকে একটা সত্যিকারের উন্নয়ন কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সীমিত সময়ের জন্য এ কৌশল কাজ করে, কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতা এর সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করে। এর কারণ দুটিঃ (ক) দেশজ শিল্পায়নের জন্য যে পুঁজি যোগান দিতে হয় সেটাও বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ফলে সৃষ্টি হয় আরেক ধরনের নির্ভরশীলতা – প্রযুক্তিগত ও আর্থিক। লাতিন আমেরিকার বিদ্যমান অর্থনীতি আর বন্টনের ধারা এমনই যে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ক্ষুদ্র একটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং এই চাহিদা মেটানো মাত্রই প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। ECLA-র অনেক অর্থনীতিবিদই এই সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। তাই ECLA–র মতাদর্শ সম্বন্ধে দেখা দেয় অনেক বাদানুবাদ, যার থেকে জন্ম নেয় নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বিভিন্ন

ধারা। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, নির্ভরশীলতা তত্ত্বটি ছিল একান্তভাবেই লাতিন আমেরিকান।

বিভিন্ন তাত্ত্বিক তাঁদের নিজস্ব ভাবভঙ্গি, ঝোঁক, জ্ঞানকান্ড ও মতাদর্শ অনুযায়ী বিভিন্নভাবে নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের উল্লেখযোগ্য অবদান আলোচনা করা বাঞ্ছিত বলে মনে করি।

## ECLA—এর তাত্ত্বিকদের চরমপন্থী ঃ ফুরতাদো ও স্যাঙ্কেল

ব্রাজিলের সেলসো ফুরতাদো ECLA–এর তাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। কট্টর অর্থনীতিবিদ, তাই অনুন্নয়নের পেছনে তিনি পুঁজির অভাবকে বড় করে দেখেছেন। তবে তার চিন্তাধারার পরবর্তী পর্যায়ে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রান্তিক রাষ্ট্রে উপনিবেশ সৃষ্টি নৈতিক–সামাজিক কাঠামো এত শক্তভাবে গেড়ে রয়েছে যে, একে উৎখাত করা খুব কঠিন। ফলে ECLA–এর বিকল্প স্ট্রাটেজী স্বনির্ভরতা না এনে নির্ভরশীল উন্নয়ন সুদৃঢ় করেছে বেশী। ১৯৫৯ সালের মে মাসে রচিত তার `Economic Development of Latin America' গ্রন্থে[৫] উনি বলেছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি কাঠামোগত সংস্কার ও নতুন ধরনের আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রবর্তন করতে হবে। এখানে তিনি সরকারের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

চিলীর অর্থনীতিবিদ অসভাল্ডো স্যাঙ্কেল ফুরতাদোর সঙ্গে ECLA মডেলের সংশোধনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[৬] স্যাঙ্কেল বৈপ্লবিক পন্থাতে বিশ্বাসী ছিলেন না; অন্ততঃ লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষাপটে। স্যাঙ্কেল মনে করেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শহুরে ও গ্রামীণ গরীব শ্রেণীর সঙ্গে একটি আঁতাত গড়া সম্ভব। এই শ্রেণী–জোট জাতীয় স্বার্থ (যা যৌথ স্বার্থ) কে প্রতিনিধিত্ব দেবে। এবং এই জোটের দরুন একটি 'জাতীয় উন্নয়ন–নীতি' প্রণয়ন করা সম্ভবপর হবে। প্রেবিসের তুলনায় স্যাঙ্কেল অভ্যন্তরীণ কারণগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী।

## নির্ভরশীলতা তত্ত্বে মার্কসীয় প্রভাবঃ কার্দসো ও ফালেটো

ECLA–এর সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ (Latin American Institute for Social and Economic Planning) থেকেই মার্কসীয় প্রভাবটি বেশী দেখা গিয়েছে। মার্লেন্ডা হেনরিথ কার্দসো ১৯৬৪ সালে ব্রাজিলের সামরিক অভ্যুত্থানের পর চিলিতে চলে যান। সেখানে তিনি ইতিহাসবিদ এঞ্জো-ফালেটোর সঙ্গে যে যৌথ পান্ডুলিপি রচনা করেন যেটা পরে Dependencia Y Desareslle in America Latina (Dependency and Development in Latin America[৭] নামক বই আকারে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল, ফলকে রূপ নেয়। গাতবাঁধা ECLA-এর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে সরে এসে কার্দসো সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যাখ্যার উপরে বেশী জোর দেয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তারা বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থের বহিঃ প্রকাশ বলে গণ্য করে যাকিনা এক এক সময়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের সঙ্গেই নির্ভরশীল উন্নয়নধারা সম্পৃক্ত। সুতরাং ঝোঁকটা এখানে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বিন্যাসের উপর, বাইরের প্রভাবের উপর নয়। যেমন ব্রাজিলের গেতুলিও ভার্গাসের (Getulio Vargas) শাসনামলের (১৯৩০) ভিত্তি ছিল চিনি ও কফি উৎপাদক ও নব্য শহুরে বর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে আপোস। অন্যদিকে কলোম্বিয়াতে শহুরে বুর্জোয়া শ্রেণী পুরাতন প্রথাগত oligarchy-এর থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে তারা নতুন কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তাই কার্দোসোর মতে ECLA-এর 'আমদানি শিল্পায়ন' নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব কি না এই প্রশ্ন অবান্তর কেননা সবকিছু নির্ভর করে বিশেষ শ্রেণী বিন্যাসের উপর।

## নয়া মার্কসবাদীদের প্রভাব ঃ
## দস সান্তোস ও মারিনী

কার্দসোর মত থিওটোনিও দস্ সান্তোসও ব্রাজিলের সামরিক অভ্যুত্থানের পর চিলিতে পালিয়ে যান। ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ তে প্রকাশিত দু'টি গ্রন্থে[৮] যে New Dependence (নতুন নির্ভরশীলতা) প্রত্যয়টির উদ্ভাবন ঘটায়, যা দিয়ে তিনি ECLA-এর 'আমদানি শিল্পায়ন' নীতির ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। নতুন নির্ভরশীলতা বলতে লাতিন আমেরিকায় উত্তর আমেরিকান পুঁজি বিনিয়োগ-এর বৃদ্ধির কথা বলেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, কাঁচা মাল থেকে শিল্পখাতে বিশেষ করে electrouics শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে বেশী। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রান্তিক অর্থনীতিগুলো কেবলমাত্র কাঁচামাল রপ্তানীর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না বরং বলা যায় যে একটি নতুন আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ঐটাই ছিল দস্ সান্তোসের মূল বক্তব্য। দস্ সান্তোস সমস্যাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে গিয়ে তিন ধরনের নির্ভরশীলতার কথা বলেছেন। (১) আর্থিক শিল্পগত নির্ভরশীলতা (২) ঔপনিবেশিক নির্ভরশীলতা (৩) প্রযুক্তি শিল্পগত নির্ভরশীলতা। দস্ সান্তোসের 'নতুন নির্ভরশীলতা' প্রত্যয়টি তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে। তার মতে নির্ভরশীলতা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ ফলশ্রুতি। নির্ভরশীলতাই অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত উন্নয়নের শর্ত তৈরি করে এবং তার ফলে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ কারকের মধ্যে দ্বান্দিক সম্পর্ক বিরাজ করে।[৯]

অপরদিকে মারিনী অধিক শোষণ (super exploitation) প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটিয়েছে।[১০] এই প্রত্যয়ের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো আভ্যন্তরীণ চাহিদার উপর নির্ভর করে মুনাফা অর্জন করে না। ফলে নিম্ন মজুরীর হারের দরুন ছোট অভ্যন্তরীণ বাজারে স্থবিরতা দেখা দেয়। এক অর্থনৈতিক সংকট অবধারিত

হয়। মারিনী লেনিনের মতানুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের অনুসরণ করে আরো বলেছেন যে, নির্ভরশীল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে উপ–সাম্রাজ্যবাদ (sub-imperialism)।

## নির্ভরশীলতা তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ ঃ

## আন্দ্রে গুন্ডের ফ্রাঙ্ক

আন্দ্রে গুন্ডের ফ্রাঙ্ক ষাঠ দশকের মাঝামাঝি সময়ে লাতিন আমেরিকান নির্ভরশীলতা তত্ত্বের ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়। ফ্রাঙ্ক তার ইংরেজীতে প্রচলিত গ্রন্থের মাধ্যমে সারা বিশ্বের কাছে লাতিন আমেরিকার তত্ত্বের ধারাকে পরিচয় করে দেন।[১১]

তিনি উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন একটি ঘটনারই দু'টি দিক বলেছেন। বিশ্ব পুঁজিবাদী সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমেই একটি অংশে উন্নয়ন হয়েছে ও অপর অংশে অনুন্নয়ন হয়েছে। ফ্রাঙ্কের বিশ্লেষণে পুঁজিবাদের একচেটিয়া কাঠামোর উপর জোর দিয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী সিস্টেমকে তিনি কেন্দ্র–প্রান্ত কাঠামোতে ভাগ করেছেন যেখানে কেন্দ্র প্রান্তকে শোষণ করেছে।

একচেটিয়া কাঠামো সর্বস্তরে বিস্তারিত যেমন আন্তর্জাকি ও স্থানীয় পর্যায়। এই কাঠামোর দরুন এমন একটি শোষণ পদ্ধতি দেখা দিয়েছে যে উদ্বৃত্ত আত্মসাত প্রক্রিয়াটি শিকলের মত। লাতিন আমেরিকার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে New York-Fr Wall Street পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে। ফ্রাঙ্কের তত্ত্ব নিচে চিত্রায়িত হ'ল।

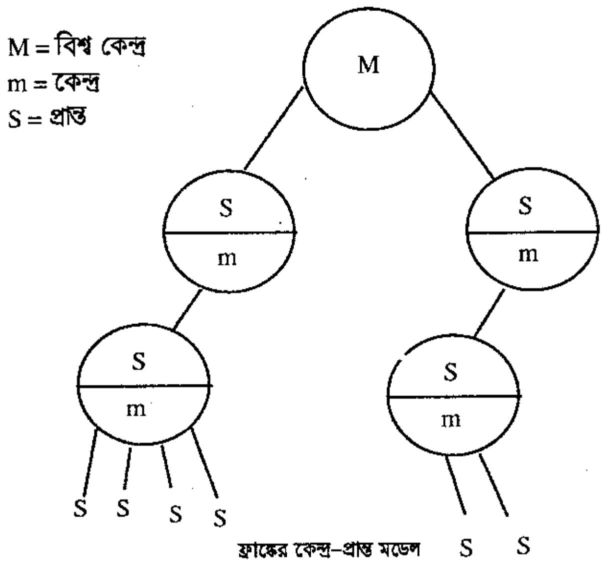


ফ্রাঙ্কের কেন্দ্র–প্রান্ত মডেল

উৎস ঃ M. Blomstorm & B. Hettne, Development Theory in Transition: The Dependency Debate and Beyond, London (Zed Press, 1984)

উপরে বর্ণিত তাত্ত্বিকদের বক্তব্যই নির্ভরশীলতা তত্ত্বের একমাত্র ভাষ্য নয়। তবে অল্প পরিসরে সবার তত্ত্বকে আলোচনা করা যাবে না বলে, এই তত্ত্বীয় ধারার বিভিন্ন এবং প্রায় বিপরীতমূখী ঝোঁকগুলির উপর এখন আলোকপাত করবো। বিয়র্ণ হেট্নে তার ÈDevelopment Theory And The Third World' প্রবন্ধে তা চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন।[১২]

*(ক) সম্পূর্ণবাদ* (Holism) *বনাম নির্দিষ্টবাদ* (Particularism) ঃ এভাবে দু'ধরনের তত্ত্ববিদ্দের তুলনা করা যায়ঃ এক, যারা বিশ্ব মডেল প্রণয়নে জোর দেন আর দুই, যাঁদের দৃষ্টি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দিকে, এবং এর থেকেই সার্বিক চিত্র রেখায়িত হয়ে থাকে। স্যাঙ্কেলের আন্তঃজাতীয় ধনতান্ত্রিক মডেলটি প্রথম পর্যায়ে পড়ে এবং কার্দোসোর প্রান্তিক দেশগুলোর বিশ্লেষণ নির্দিষ্টতার পর্যায়ে পড়ে।

*(খ) বহিরাগত বনাম অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী ঃ* একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, অধিকাংশ নির্ভরশীলতা তাত্ত্বিক বহিরাগত নিয়মাবলীকে বেশী প্রাধাণ্য দেন। এই সমালোচনাটি বেশীর ভাগই ফ্রাঙ্কের কাজের উপর হয়েছে। কেননা ফ্রাঙ্ক যেভাবে `Sattelite' বা প্রান্তকে বর্ণনা করেছেন তা কেবলই গতিহীনতার পরিচয় দেয়। অপরদিকে স্যাঙ্কেলের মতে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারকের মধ্যে একটি দ্বান্দিক সম্পর্ক বিরাজ করছে।

*(গ) সামাজিক রাজনৈতিক বনাম অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেঃ* কোন কোন তাত্ত্বিক পুরোপুরিভাবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে জোর দেন, আবার কেউ কেউ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণে জোর দেন। গোড়ার দিকে ECLA–র ধারা ছিল অর্থনীতি ঘেষা। অপরদিকে সমাজ বিজ্ঞান থেকে আগত তত্ত্ববিদ্রা এই ধারাতে কিছুটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন।

*(ঘ) অংশ ভিত্তিক/আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব বনাম শ্রেণী ভিত্তিক দ্বন্দ্বঃ* আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে আঞ্চলিক বা অংশ–ভিত্তিক দ্বন্দ্ব মৌলিক দ্বন্দ্ব বলে বিহিত করেন। স্যাঙ্কেল তার মডেলে প্রথমটির উপর জোর দিয়েছেন বেশী আর কার্দোসো শ্রেণী বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; যদিও তার বিশ্লেষণ পদ্ধতি মার্কসীয় পদ্ধতি থেকে ছিল বেশীজটিল।

*(ঙ) উন্নয়ন বনাম অনুন্নয়ন ঃ* নির্ভরশীলতা তত্ত্বের একটা মৌলিক উক্তিই যে নির্ভরশীলতা অনুন্নয়ন ঘটায়। কিন্তু কিছু কিছু লেখক আছেন যারা মনে করেন যে, ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে নির্ভরশীলতা ঘটে। অন্যরা মনে করেন যে, তৃতীয় বিশ্বে ধনতান্ত্রিক অগ্রগতি বৃহৎ আকারেই সাধন হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে পড়েন ফ্রাঙ্ক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্দাসো।

*(চ) স্বেচ্ছামূলক* (Voluntarism) *বনাম নির্ধারণবাদ* (Determinism) ঃ নির্ভরশীলতা প্রবক্তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, বাস্তবতাই নির্ভরশীলতা অবস্থা

দুরীকরণে অন্তরায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রত্যেক রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক অন্তরায়গুলো জয় করা সম্ভব।

## নির্ভরশীলতা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা–সমালোচনা দু'টি ধারা থেকে উৎসারিত হয়েছে ঃ (১) নয়া ক্লাসিকাল ধারা, আর (২) মার্কসীয় ধারা।

প্রথমে নয়া ক্লাসিকাল তাত্ত্বিকরা মনে করেছেন যে, নির্ভরশীলতা তত্ত্ব কোন বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয় না। তারা নয়া ক্লাসিকাল তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন কিন্তু নয়া ক্লাসিকাল তত্ত্ব সমন্ধে কোন সার্বিক জ্ঞান ছাড়াই। ১৯৭৫ সালে সঞ্জয় লাল[১৩] নির্ভরশীলতা প্রত্যয়টির কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে কার্যকর হতে গেলে দু'টি মাপকাঠি থাকা দরকারঃ

(১) নির্ভরশীল অর্থনীতি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে যা কিনা স্বনির্ভর অর্থনীতিতে পাওয়া যায় না।

(২) এই বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ভরশীল অর্থনীতির উন্নয়ন যে বিরূপভাবে প্রভাব করে, তা দেখাতে হবে। লাল দুটি মাপকাঠি অনুযায়ী নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, দু'টোর একটিতে নির্ভরশীলতা প্রত্যয়টি কোন কাজে আসছে না।

মর্কিসীয় ধারা থেকে যে সমালোচনা করা হয় তা মূলতঃ শ্রেণী বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করা হয়। বিশেষ করে ফ্রাঙ্করই এই সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। তাঁদের মতে অনুন্নয়নকে প্রান্তের উদ্বৃত্তের উপর কেন্দ্রের শোষণের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের কেস ছাড়া আত্মসাত অনুন্নয়নের একটি লক্ষণ মাত্র। একে গবীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হলে মার্কসের ঐতিহাসিকে বস্তুবাদ ছাড়া সম্ভব নয়। এখানে 'লাকালো'র (১৯৭১)[১৪] বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে বিল ওয়ারেন (১৯৭৩)[১৫] বেশ কিছু অভিজ্ঞতাশ্রয়ী গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, কিছু কিছু অনুন্নত দেশে সফলভাবেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছে। তাই এটা বলা সত্য নয় যে, কেবলমাত্র অনুন্নয়নই প্রসারিত হয়েছে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের অন্যতম সমালোচক হচ্ছেন কলিন লেস্।[১৬] তার মতেঃ

(১) উন্নয়নের ধারণা এখানে স্পষ্ট নয়। লাতিন আমেরিকান প্রেক্ষিতে উন্নয়নের ধারণায় ইতিবাচক দিকগুলো এখানে কম।

(২) অনুন্নত দেশগুলোই এখানে শোষিত হচ্ছে না এই সকল দেশের জনসমষ্টি, এটা পরিষ্কার নয়। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় দুটোই

শোষিত হচ্ছে তবুও এই দুইয়ের মধ্যে কোনটির ঝোঁক বেশী তা নির্ধারিত করা এবং এর তাত্ত্বিক প্রাসঙ্গিকতা বোঝানো কঠিন।

(৩) 'কেন্দ্র' ও 'প্রান্ত' এই দুই ধারণা দিয়ে খুব একটা এগুনো যায় না। সনাতন ও আধুনিক উন্নয়ন ধারণার (traditional/modern) দ্বৈততার মতই শোনাযায়।।

(৪) এই তত্ত্ব অর্থনীতি প্রধান। এখানে রাজনীতির, সামাজিক শ্রেণী ও মতাদর্শ বেশী গুরুত্ব পায় না।

(৫) অনুন্নয়নের উৎস কেন্দ্রতে, এই উক্তি দিয়ে অনুন্নয়নের কোন চূড়ান্ত বিশ্লেষণ দেওয়া সম্ভব হয় না। লেসের সমালোচনা খানিকটা সত্য হলেও, তার সকল মন্তব্য যে সব নির্ভরশীলতা তত্ত্বের জন্য প্রযোজ্য তা নয়।

তবে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা সেই তত্ত্বের পুরোপুরিভাবে ক্ষতি করতে পারেনি। বরং সেই সমালোচনার ফল হিসেবে বেশ কিছু নতুন তত্ত্বও জন্ম নিয়েছে এবং যেগুলো নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে অস্বীকার করে না বরং তারই পরিবর্ধিত রূপ বলা চলে। যেমনঃ ওয়ালেরস্টাইনের বিশ্ব ব্যবস্থা[১৭] তত্ত্ব ও গাল্টুঙ্গের কাঠামোগত সাম্রাজ্যবাদ (Structural Imperialism)। আমরা এই দ্বিতীয় তত্ত্বটির দিকে একটু দৃষ্টি মনোনিবেশ করার। কেননা তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

## গাল্টুঙ্গের কাঠামোগত সাম্রাজ্যবাদ

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের অবদান যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অধ্যয়নে দেখা গেছে বেশী, তবু একটা ক্ষেত্রে তা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণেও কাজে এসেছে। সেটা হ'ল শান্তি গবেষণায় ক্ষমতার কাঠামো অধ্যয়নে। এবং যে ব্যক্তির নাম এই তত্ত্বের সঙ্গে বেশী জড়িত তিনি হচ্ছেন নরওয়ের জোয়ান গাল্টুঙ্গ (Johan Galtung)।[১৮]

১৯৬০ দশক অব্দি সংঘর্ষের তত্ত্বায়ন হয়েছে সামরিক ও অর্থনৈতিক পরাশক্তিদ্বয়কে ঘিরে। এমন সময় অন্য আর এক ধরণের সংঘর্ষ তাত্ত্বিকদের চোখে ধরা পড়লঃ যে সংঘর্ষ বা উৎস কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয় বরং কাঠামোগত অসমতা ও শোষণ সম্পর্ক। এ ধরনের সংঘর্ষের বা দ্বন্দ্বের অন্যতম উহাহরণ হচ্ছে উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যকার সম্পর্ক। এই ধরনের সম্পর্ক থেকে গাল্টুঙ্গ কাঠামোগত সহিংসতার (structural violence) প্রত্যয়টি প্রবর্তন করেছেন। এই ধরনের সহিংসতার উৎস হচ্ছে সামাজিক কাঠামো সুতরাং সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন না আনতে পারলে এই সহিংসতারও অবসান ঘটানো যাবে না। তবে গাল্টুঙ্গ–এর সাম্রাজ্যবাদ

আবশ্যকভাবে ধনতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। সেটা আধিপত্যেরই (dominance) একটি রূপ মাত্র। প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলোতে একটি elite তৈরি করে কেন্দ্র তার আধিপত্য বিস্তার করে। এই প্রক্রিয়াটিকে অনুপ্রবেশ (penetration) বলা হয়েছে। এই আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে তারা সামন্তবাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় (feudal pattern of interaction)। যেমন দেখা যায় কেন্দ্রগুলো একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং তাদের নিজেস্ব 'প্রান্তিক' দেশগুলোর সঙ্গেও। কিন্তু প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলোর আন্তঃপ্রান্তিক যোগাযোগের চাইতে তাদের নিজেস্ব কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে বেশী ব্যস্ত। একেই বলা হযেছে খণ্ডিতকরণ বা fragmentation। অনুন্নয়নের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে গাল্টুঙ্গের মতে vertical division of labour বা উল্লম্ব শ্রমবিভাজন। নিচে এটি চিত্রায়িত হয়েছে।

গাল্টুঙ্গের কাঠামোগত সাম্রাজ্যবাদের প্রক্রিয়াসমূহ

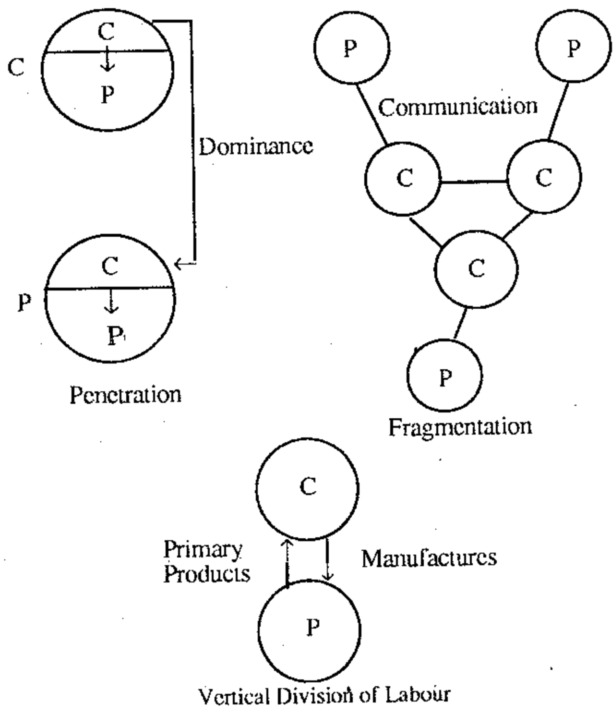


উৎসঃ M. Blomstorm & B. Hettne, 'Development Theory in Transition: The Dependency Debate and Beyond,' London, (Zed Press, 1984)

গাল্টুঙ্গ তার তত্ত্বে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নির্ভরতার উপর জোর দেননি। রাজনৈতিক, সামরিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক দিকগুলোও তুলে ধরেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, এক একটি দিক অন্যরূপ ধারন করতে পারে। যেমন বাণিজ্যের শর্তগুলো যদি আরোপিত হয় (dictated terms of trade)। তখন রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়। এ বাদেও গাল্টুঙ্গ পরবর্তীতে (১৯৭৬) সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নামক দুটি প্রত্যয় গঠন করেন। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বলতে তিনি কেন্দ্র প্রান্ত সম্পর্কের সেই দিকটা বোঝান যার মাধ্যমে প্রান্তের একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক কাঠামো আরোপ করা হয়। উপ–সাম্রাজ্যবাদের ধারণাটি মার্কসীয় সাম্রাজ্যবাদের ধারণার কাছাকাছি।

সুতরাং দেখা যায় যে, গাল্টুঙ্গের তত্ত্বে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হচ্ছে। তাই অনেকে বলেন যে, গাল্টুঙ্গের তত্ত্ব অনুন্নয়নের চাইতে ক্ষমতার বিন্যাস ও ব্যবহার সম্পর্কে বেশী জ্ঞান দেয়।

## উপসংহার

অবশেষে বলা যায় নির্ভরশীলতা তত্ত্ব উন্নয়ন ধারায় কেবল স্থান করে নিয়েছে তা নয়, বরং তৃতীয় বিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের উন্নয়ন সমন্বয়ে একটি বিকল্প মূল্যায়ণ করতে সাহায্য করেছে। এখানেই এই তত্ত্বের বড় অবদান।[১৯]

তবে নির্ভরশীলতার বিকল্প কি হতে পারে – এ ব্যাপারে এই তত্ত্ব থেকে কোন সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এর কারণ নিহিত রয়েছে এই তত্ত্বের প্রকৃতির উপরে। 'কেন্দ্র' ও 'প্রান্তের' মধ্যকার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য তত্ত্বীয় বিশ্লেষণকে নির্ধারণমুখী করে তোলে।[২০] এই ' নির্ধারিত' ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ একমাত্র বিপ্লব যা তৃতীয় বিশ্বে রাজনৈতিক অবস্থায় কৃষকদের নেতৃত্বেই সম্ভব। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে সেই আশা ক্ষীণ হয়ে যায়। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে যে বিবিধ সংগ্রাম ও আন্দোলন সংযোজিত হচ্ছে যেমনঃ ইসলামী আন্দোলন, নারী আন্দোলন, তৃণমূল পর্যায়ে কৃষক সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন ইত্যাদি বিশ্লেষণের বাইরে পড়ে যায়। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ও পূর্ব ইউরোপের পতনের পরে বিশ্ব জুড়ে যে খোলা বাজার অর্থনীতির গুণগান গাওয়া হচ্ছে, তার মুখে চীনের মত রাষ্ট্রেও 'সমাজতান্ত্রিক বাজার' বলে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটছে। এই নতুন প্রেক্ষাপটে তাই নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে অর্থবহ করে তুলতে হলে বিশ্বের পরিবর্তিত পটভূমি মনে রেখে তৃতীয় বিশ্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মহল কিভাবে সুষ্ঠুভাবে বিকল্প নীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হ'তে পারে, সেই দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

## তথ্য নির্দেশ


১. J. E. Spero, *The Politics of International Economic Relations* (New York, St. Martin Press, 1981)

২. A. D. Smith, *The Concept of Social Change : A Critique of the Functionalist Theory of Social Changes,* (London, Routledge and Kegan Paul, 1973)

৩. P. Baran, *The Political Economy of Growth* (London, Monthly Review Press, 1957)

৪. A. Fostér - Carter, 'Neo-Marxist Approaches to Development and Underdevelopment,' *Journal of Contemporary Asia,* Vol. 3., No. 1. আরও দেখুন, 'From Rostow to G. Frank : Conflicting Paradigms in the Analysis of Underdevelopment'. *World Development,* Vol. 4. No. 3.

৫. C. Furtado, *Formacao economica de America Latina* (English Translation, Cambridge, University Press, 1970.)

৬. Sunkel, 'National Development Policy and External Dependency in Latin America', *Journal of Development Studies,* Vol. 1, N0.1, 1967.

৭. F. H. Cardoso and F. Falettò, *Dependencia by desarrollo en America Latina,* Mexico,Siglo XXI (English translation, University of California Press, 1979)

৮. এই দুটি পরবর্তীতে ১৯৭১এ যৌথভাবে প্রকাশিত হয় এই নামেঃ *Socialisma O Fascisme : El Nuevo Caracter de Le Dependesiooa Y el Dilema Latin - americano* (Chile,.1971).

৯. Dos. Santos, 'Dependence Relations and Political Development in Latin America: Some. Considerations,' *Ibero-Americans,* Vol. VII, No.1.

১০. R. M. Marini, 'Brazilian Interdependence and Imperialist Integration', *Monthly Review,* (Dec. 1969) FmÄ 'Brazilian Sub-Imperialism' in *Monthly Review,* (Feb, 1972).

১১. A. G. Frank. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America,* (New York; Monthly Review Press, 1967).

১২. B. Hettne, *Development Theory and the Third World,* (SAREC Report R : 2, 1982).

১৩. S. Lall, 'Is Dependence a Useful Concept in Analysing Underdevelopment?' World Development, Vol. 3, No. 11, (1975). FmÄ *'Developing Countries as Exporters of Technology*

*: A Preliminary Analysis,* Draft (Oxford University, Institute of Economics and Statistics, 1978).

১৪. E. Laclau, 'Feudalism and Capitalism in Latin America', *'New Left Review;* N. 67, (1971).

১৫. B. Warren, 'Imperialism and Capitalist Industrialization', *New Left Review,* No. 81, (1973).

১৬. C. Leys, 'Underdevelopment and Dependency: Critical Notes *'Journal of Contemporary Asia,* Vol. 7. No. 1., (1977).

১৭. I. Wallerstein, *'The Modern World System II Mercantiloism and the Consolidation of the European World Economy 1600-1750,* (Academic Press, 1980). The *Capitalist World Economy,* (Cambridge, University Press, 1979).

১৮. J. Galtung, 'A 'Structural Theory of Imperialism, *Journal of Peace Research,* Vol. VIII, No. 2, (1971).

১৯. M. Blomstrom & B. Hettne, *Development Theory in Transition: The Dependency Debate and Beyond: Third World Programes,* (London, Zed Press, 1984 )

২০. R. H. Brown, *Social Science as Civic Discourse: Essays on the Intervention, Legitimation and Uses of Social Theory,* quoted in M. Guhathakurta, *The Politics of British Aid Policy Formation Towards Bangladesh: An Analytical Model,* (Dhaka, Centre for Social Studies, 1990) p. 306.